দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

24

তারিখ 15 JUN 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবনতিশীল অবস্থা আয়ত্তে আনা হবে

—প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন যে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অবনতিশীল অবস্থাকে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সাথে আয়ত্তে আনা হবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ইস্যু এবং উচ্চ শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দানকালে একথা বলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, যে কোন মূল্যে দেশে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি বলেন, জাতি কোন অবস্থাতেই দেশের শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের অরাজকতা চলতে দিতে পারে না। খবর বাসস'র। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দেশের শিক্ষা খাতের ক্রম অবনতিশীল অবস্থা জাতির সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, এ অবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়তার

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব এ এইচ এফ এ সাদিক এবং শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এ বৈঠকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদ্যমান নৈরাজ্যকর অবস্থা এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকলপ্রবণতা রোধে কৌশল ও পন্থা বের করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে দেশের প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, যাতে করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করার পর ছাত্ররা জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। দেশের কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ছাত্র ভর্তির বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকলের ফলে সৃষ্ট অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, কেবলমাত্র পুলিশ দিয়ে নয় বরঞ্চ বিবেকবুদ্ধি দিয়েই এই প্রবণতা রোধ করা যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনে ভাইস চ্যান্সেলরসহ সংশ্লিষ্ট সবারই সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রেসিডেন্ট দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান সমস্যা নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও জাতীয় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানকে চ্যান্সেলরদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে সুপারিশমালা পেশ করার নির্দেশ দেন। প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এবং ভাইস চ্যান্সেলরগণ তাদের বক্তৃতায় শিক্ষাঙ্গনের এসব সমস্যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মতামত ব্যক্ত করেন।